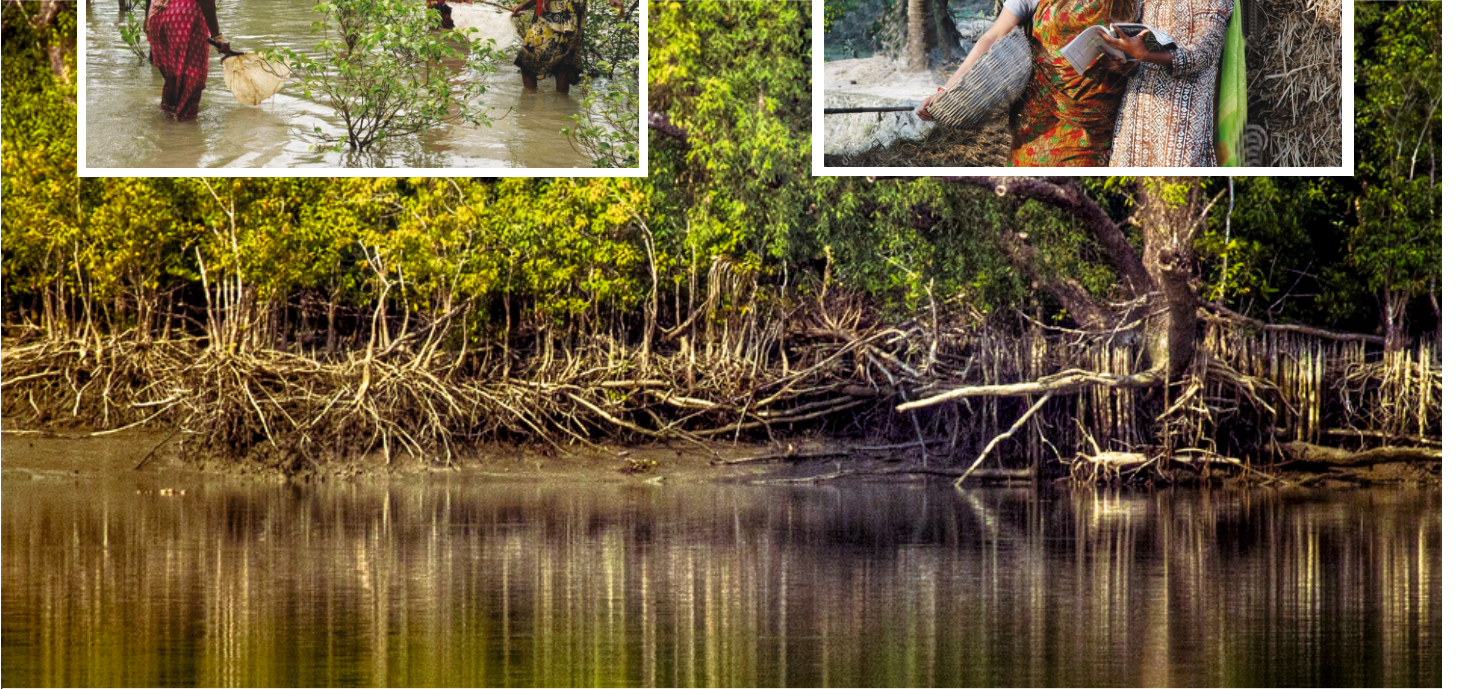


সুন্দরবনের বালি দ্বীপে নারী জীবিকা ও শিক্ষা একটি প্রতিবেদন



অঙ্কিতা মান্না

Published by:

Krishna Trust

HB - 232, First Floor, Sector - III, Salt Lake

Kolkata - 700 106, Phone +91-33-23371801

2018

Printed by:

Graphic Image

New Market, New Complex

2nd. Floor, Room No. 115

Kolkata 700087

প্রতিবেদন বিষয়ে দু চার কথা

শিক্ষাব্রতী কৃষ্ণা ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে উৎসর্গিত কৃষ্ণা ট্রাস্ট গত পাঁচ বছর ধরে মেয়েদের, বিশেষ করে প্রান্তিক মেয়েদের শিক্ষা, তথা শুশ্রূষার সঙ্গে যুক্ত সাধারণ মহিলা সেবা-কর্মীদের নিয়ে গড়া একক/সম্মিলিত উদ্যোগগুলিকে চিহ্নিত করে, পুরস্কার প্রদান করে উৎসাহিত করে চলেছে। সম্প্রতি সুন্দরবনের প্রান্তিক অঞ্চল, বালি দ্বীপে নারী শিক্ষা ও তার আর্থসামাজিক ভিত্তি নিয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়েছে কৃষ্ণা ট্রাস্ট। সমীক্ষার কাজ চালিয়েছেন বালি দ্বীপেরই অধিবাসী, যুথিকা ঘরামি বিশ্বাস। তাঁর কাজে সহায়তা করেছেন পীযুষ ঘরামি এবং অনিল মিস্ত্রি। আর এই প্রকল্প রূপায়ণে নানা ভাবে সহায়তা করেছেন অতুল পাণ্ডে, আই. আর.এস., ডেপুটি কমিশনার, আয়কর বিভাগ, কলকাতা। এঁদের সবার জন্য কৃষ্ণা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

কলকাতা রিসার্চ গ্রুপ ও তার সকল কর্মীদের সহায়তায় এই সমীক্ষাটি প্রাবন্ধিক রূপ পেয়েছে।

এই সমীক্ষার ভিত্তিতে বর্তমান প্রবন্ধটি ইংরেজিতে রচনা করেছেন অঙ্কিতা মান্না। সেই প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ করেছেন প্রসিত দাস। এঁদের সবার জন্য রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

ভূমিকা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ ও সুবিস্তৃত ম্যানগ্রোভ অরণ্যের আবাসভূমি সুন্দরবন। সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের জন্য সংরক্ষিত ভূ-ভাগের মোট আয়তন ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার, তার মধ্যে ৬০০০ বর্গ কিলোমিটার পড়ে বাংলাদেশের ভাগে, আর বাকি অংশটা পড়ে ভারতবর্ষের ভাগে। বঙ্গোপসাগরের বুকে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর মহাসঙ্গম দ্বারা নির্মিত বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ জুড়ে সুন্দরবন অরণ্যের বিস্তার। গোটা অঞ্চলটিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছে বিভিন্ন জোয়ার-ভাটাসম্পন্ন খাল, চর ও ম্যানগ্রোভ অরণ্যের ছোট-ছোট দ্বীপের বিস্তৃত জাল। ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বৃহত্তম দ্বীপটির নাম সুন্দরবন হয়েছে 'সুন্দরী' গাছের নামে এবং সুন্দর, মনোমুগ্ধকর বনভূমির একটি নিখুঁত রূপ এই অঞ্চলে দেখাও যায়। সুন্দরবনের খ্যাতি বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, চিতল হরিণ, কুমীর ও ভারতীয় পাইথন সহ অসংখ্য জীবজন্তুর আবাসভূমি হিসেবে। এই অরণ্যের সম্পদ ৩৩০ টি প্রজাতির গাছ-গাছালি, ৩৫ টি প্রজাতির সরীসৃপ, ৪০০ ধরনের মাছ, ২৭০ টি প্রজাতির পাখি ও ৪২ টি প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। বন্যপ্রাণীদের অভয়ারণ্য, জীবমণ্ডলের জন্য সংরক্ষিত ভূমি এবং পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য নিয়ে এই

উপকূলবর্তী ব-দ্বীপ অঞ্চলটি গঠিত। ১৯৮৭ সালে ইউনেস্কো এই অঞ্চলটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করে।

এখানে বসবাসকারী মানুষজন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জীবনযাপন করেন। বেঁচে থাকার জন্য তাঁদেরকে মূলত নদী ও জঙ্গলের উপর নির্ভর করতে হয়। দ্বীপগুলির মধ্যে যোগাযোগের রাস্তা একমাত্র নদীপথ। সমুদ্র, নদী, খাল ও খাঁড়ির মাঝে অবস্থিত সুন্দরবন দিনের মধ্যে দু'বার সমুদ্রের জলে প্লাবিত হয়। এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের একটি বড়ো অংশ খাদ্য ও আয়ের জন্য জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। তাঁরা মাছ ও কাঁকড়ার জন্য উপকূল বেয়ে এগিয়ে চলেন, কিংবা কাঠ ও মধুর সন্ধানে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে যান। এই ভাবে জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার ফলে তাঁরা যে কোনও সময়ে বাঘের শিকারে পরিণত হতে পারেন। এনপিআর-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সুন্দরবনের যে অংশটি ভারতের মধ্যে পড়ে সেখানে প্রতি বছর গড়ে ২৫ জন মানুষ বাঘের হাতে আক্রান্ত হন। এখানকার বেশির ভাগ মানুষেরই বসবাস দারিদ্র সীমার অনেক নীচে। এর ফলে তাঁদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হারও খুবই কম। এই উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী বেশির ভাগ মানুষই নিরক্ষর। এই অঞ্চলের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার দশাও খুবই করুণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসাতু কু পাওয়ার জন্য এখানকার মানুষকে নৌকায় মাইলের পর মাইল পাড়ি দিতে হয়। সুন্দরবনের জীবন ঝুঁকিবহুল, বিচিত্র ও সম্পূর্ণ ভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

কৃষ্ণা ট্রাস্টের উদ্যোগ

২০০০ হেক্টর অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা যে ১০০টিরও বেশি ব-দ্বীপ ও দ্বীপ নিয়ে এই ব-দ্বীপ অঞ্চলটি গঠিত সেগুলির মধ্যে বালি দ্বীপটি স্বল্পপরিচিত ও কিছু পরিমাণে অবহেলিত একটি দ্বীপ। এই দ্বীপটির জনসংখ্যা ১৭,০০০। স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও বালিতে উন্নয়ন বিশেষ হয়নি। কৃষ্ণা ট্রাস্টের উদ্যোগে গত দু' মাস ধরে বালি দ্বীপে মহিলা ও শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে যে সমীক্ষাটি চালানো হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে এই দ্বীপের বাসিন্দা বেশির ভাগ পরিবারের বাস দারিদ্র সীমার নীচে।

বালি দ্বীপের শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য কৃষ্ণা ট্রাস্টের টিম ৩,০০০ পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এবং এই সমস্ত পরিবারের মহিলা সদস্যদের অবস্থা খতিয়ে দেখে। এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল নিরক্ষরতার হার এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলি থেকে স্কুলছুটের হার নির্ধারণ করার জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পরিবর্তনশীল বিষয়গুলির আন্তঃসম্পর্ক খতিয়ে দেখা। স্কুলছুট হওয়ার মূল কারণ অল্প বয়সে বিয়ে হওয়া, অর্থনৈতিক সমস্যা ও সমাজে প্রবল মাত্রায় সামাজিক উত্তেজনার উপস্থিতি। এই সামাজিক দুর্বলতার মূলে আছে শিশুশ্রমের সংস্কৃতি ও নিরক্ষরতা। প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগত তথ্য অনুযায়ী, বসবাসের অঞ্চল, গ্রাম-শহর বিভাজন, স্কুল থেকে বাসস্থানের দূরত্ব ও জীবিকা সংক্রান্ত কারণে অন্যত্র যাওয়ার মত বিষয়গুলির পার্থক্যে শিক্ষার স্তরের পার্থক্য ঘটে। এখানে মেয়েদের মধ্যে অল্পবয়সে বিয়ের হার এত বেশি কেন তা বুঝতে এই সমীক্ষাটি সাহায্য করেছে। এর কারণ হল কন্যা সন্তানকে পড়াশুনো করালে তার বাবা-মায়ের পরিবারের কোনও লাভ হয় না। বাল্যবিবাহ নামক প্রথাটিকে দারিদ্র থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ

হিসেবে দেখা হয়। এই ধারণার ভিত্তি হল, একটি কন্যা সন্তানের বিয়ে দেওয়া হলে পরিবারে খাওয়ানোর মানুষ একজন কমবে, আরও একটু কম অর্থ খরচ করতে হবে।

এই দ্বীপটির মহিলারা কৃষিজমিতে ও নদী তীরবর্তী বনভূমিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন, এবং খাদ্য ও জ্বালানির সন্ধানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গভীর জঙ্গলেও তাঁদের যেতে হয়। মহিলারা মা ও পরিবারের উপার্জনকারীর দ্বৈত ভূমিকা পালন করেন। এর ফলে মহিলারা শেষ পর্যন্ত কঠিন শারীরিক ব্যাধির শিকার হন। এই পরিবারগুলিতে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন সদস্যদের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। আর এর প্রধান কারণ অপুষ্টি ও নিরক্ষরতা। এখানকার মহিলারা এই ধরনের কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবন কাটালেও কঠোরতর পরিশ্রম করার উদ্দেশ্যের অভাব তাঁদের কখনওই হয় না। তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ না-করে স্কুলছুট হয়েছেন এবং তা নিয়ে তাঁদের আফশোস আছে; তবে শৈশবে যে শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন তার জন্য তাঁরা কৃতজ্ঞ। তাঁরা চান তাঁদের সন্তানরা স্কুল স্তরের শিক্ষা সম্পূর্ণ করুক এবং তাঁদের মেয়েদের বিয়ে হোক ১৮ বছর বয়স হওয়ার পরে। এঁরা অনেকেই স্বনির্ভর হয়ে নিজেদের পরিবারকে আর্থিক ভাবে সহায়তা করতে চান। এই অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য হল এই সমস্ত মহিলাদের প্রয়োজনগুলিকে পরিসংখ্যানগত দিক থেকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে তাঁদের টিকে থাকার কঠিন সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলিকে কিছুটা সহজ করা। সামান্য সহযোগিতা এই মহিলাদের জীবন আমূল বদলে দিতে পারে।

সমীক্ষার উদ্দেশ্য

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত কোণে বালি দ্বীপে বসবাসকারী ৩০০০ মহিলার উপর দু' মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা এইসমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে এই অঞ্চলের মহিলাদের একটি বড় অংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা খুবই সামান্য। এই মহিলারা অনেকেই জীবনধারণের জন্য জঙ্গলে বা ক্ষেতে পুরুষদের সঙ্গে কাজ করেন। তার ফলে তাঁদের সন্তানরা মায়ের যত্ন বা তত্ত্বাবধান থেকে বঞ্চিত হয় এবং কোনও অভিভাবকের সাহচর্য ছাড়াই বেড়ে ওঠে। এই অঞ্চলের বহু শিশুই অপুষ্টি, দুর্বল স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অভাবে ভোগে। এখানে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। সুন্দরবনের এইরকম প্রত্যন্ত অঞ্চলে আসতে বেশিরভাগ সরকারি ডাক্তারই অনিচ্ছুক। কাজেই কেউ যদি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন হয় তাহলে তাঁকে বেশ কয়েক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ব্লক হাসপাতালে পৌঁছতে হয়। এখানে দু'টি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেগুলির চালকরা রাত্রে কোথাও যেতে চান না।

এই স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর মহিলাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অত্যন্ত অভাব এবং সমাজ তাঁদেরকে সবসময়েই অবজ্ঞার চোখে দেখে। এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে তাঁরা বিবিধ সামাজিক পক্ষপাত, প্রথা, কুসংস্কার এবং ধর্মীয় মৌলবাদের দ্বারা আবদ্ধ, যা তাঁদের মন ও চিন্তাপদ্ধতিকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। সমাজের সামগ্রিক মানোন্নয়নের জন্য অল্পবয়সী ও বয়স্ক সব ধরনের মহিলাদেরই শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরী। এই সমীক্ষাপত্রের মূল উদ্দেশ্য হল সুন্দরবনের বালি দ্বীপকে একটি নির্দিষ্ট সমীক্ষা-ক্ষেত্র হিসেবে ধরে নিরক্ষরতা ও স্কুলছুটের মত বিষয়গুলিকে তুলে ধরা।

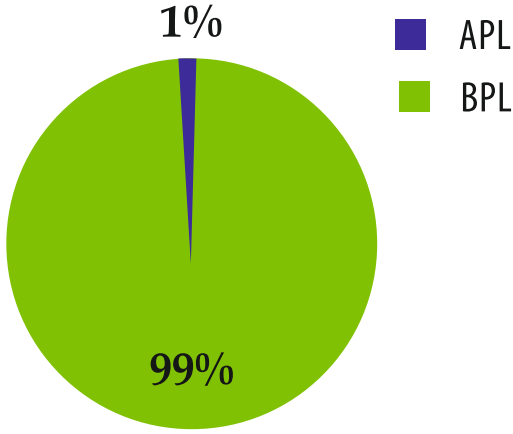
পরিবার ও সমাজ দু' পক্ষই সাধারণত শারীরিক ও মানসিক ভাবে অক্ষম মানুষদেরকে অভিশাপ বা বোঝা হিসেবেই দেখে। এঁরা অনেক সময়েই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন, যার ফলস্বরূপ তাঁরা ক্রমশঃ সমাজ থেকে অপসারিত হতে-হতে একসময় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু সুস্থ মানুষ যে ভাবে সমাজের অংশ, অক্ষম মানুষেরাও একইভাবে সমাজের অংশ। এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য, এই সমস্ত মানুষদের জন্য যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষাগত সুবিধা ও কিছুটা আর্থিক সুবিধার জোগান দেওয়া।

বর্তমানে বালির সমাজ-কাঠামোর অবস্থান একটি আধুনিক, প্রগতিশীল, উন্নত সমাজ-ব্যবস্থা থেকে বহুদূরে। উক্ত সমীক্ষাটি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনোযোগ দাবি করে:

১. স্বল্পশিক্ষিত বা সম্পূর্ণ অশিক্ষিত মহিলাদের স্বনির্ভরতা
২. শিশুদের পুষ্টি ও শিক্ষা
৩. অক্ষম মানুষদের জন্য শিক্ষা ও আর্থিক সহায়তা
৪. বয়স্ক মহিলাদের জন্য শিক্ষা

সমীক্ষার প্রতিবেদন

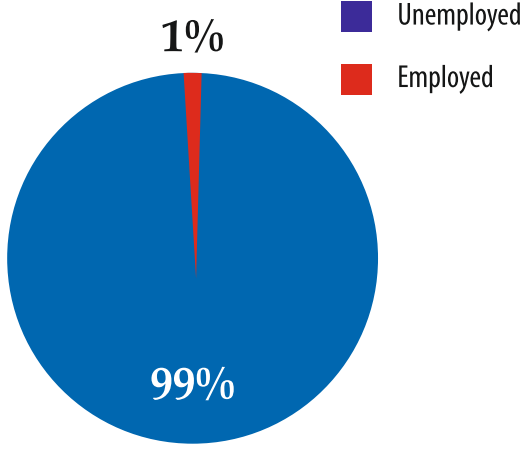
Fig:1- Distribution of APL & BPL



সুন্দরবনের বালি দ্বীপে মহিলা ও শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে চালানো সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে এই দ্বীপে বসবাসকারী পরিবারগুলির মধ্যে ৯৯%-এরই অবস্থান দারিদ্র সীমার নীচে। এই পরিবারগুলির মাসিক আয়ের মধ্যগ ৩০০০ ভারতীয় মুদ্রা এবং তাঁদের পারিবারিক মাসিক আয়ের গড় ৩২৭৮। দারিদ্র সীমার

নীচে বসবাসকারী বেশির ভাগ মানুষই মূলত কৃষির সঙ্গে যুক্ত। খাদ্য ও জ্বালানির জন্য তাঁদেরকে অনেক সময়েই জঙ্গল ও নদীর উপর নির্ভর করতে হয়। মাত্র ৩২ টি পরিবারের অবস্থান দারিদ্র সীমার উপর। এই সমস্ত পরিবারগুলির মাসিক আয়ের গড় ২৩১৮৮ ভারতীয় মুদ্রা। সুতরাং এই অঞ্চলে আয়ের বৈষম্য অত্যন্ত বেশি।

Fig:2- Distribution of Employed and Unemployed



এখানে কর্মসংস্থানের হার খুবই কম, মহিলাদের মধ্যে ৯৯%-ই বেকার। কিন্তু এই মহিলারা অনেকেই টিকে থাকার জন্য ক্ষেতে ও জঙ্গলে পুরুষদের সঙ্গে কাজ করেন। মহিলারা গৃহকর্মও সামলান, আবার মাঠেও কাজ করেন, কিন্তু তাঁরা কখনওই শ্রমিক বা কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি পান না। তাঁরা অনেকেই আর্থিক ভাবে নিজেদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চান, কিন্তু সামান্য শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে তাঁরা এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেন না। মহিলাদের পড়াশুনো শেষ না-করা

ও অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার আরেকটি কারণ হল কর্মসংস্থানের অভাব। বালিতে স্কুল স্তরের শিক্ষা শেষ-করা মহিলার সংখ্যা ১৩৪, তাঁদের মধ্যে ১০৪ জনই কর্মহীন কিন্তু স্বনির্ভর হতে ইচ্ছুক। ১৯ জন মহিলা স্নাতক স্তরের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছেন এবং তাঁরাও একই কর্মসংস্থানের সন্ধটে ভুগছেন। বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্বের চড়া হার, শিক্ষা সম্পর্কে এখানকার মানুষকে নিরুৎসাহিত করে তোলে এবং তার ফলে তাঁদের জীবিকার উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। অনেকেই শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন কারণ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেরই অবস্থান বেকারত্বের পরিধির মধ্যে। ১,৯৯৭ জন মহিলা জীবনে 'কিছুই করতে চান না'। তাঁদের মতে, তাঁদের জন্মই হয়েছে গৃহকর্মে সাহায্য করা, পরিবারের সেবা করা এবং পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের দেখাশোনা করার জন্য।

অন্যদিকে, ৮১৯ জন মহিলা চান স্বনির্ভর হতে। এই সমস্ত মহিলারা কী ধরনের জীবিকা বেছে নিতে চান তা নীচের সারণীটি থেকে বোঝা যায়-

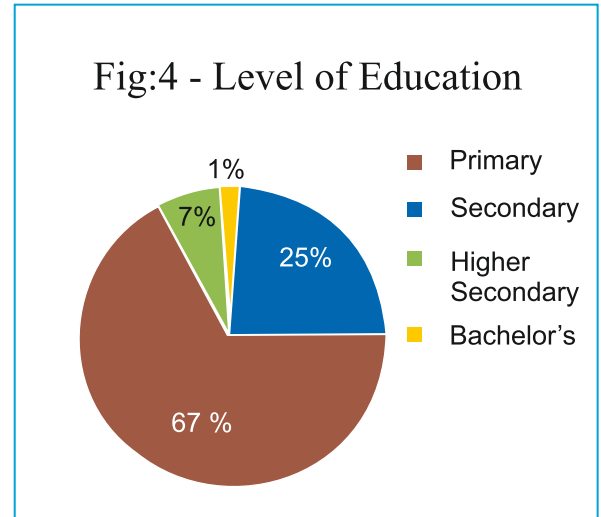
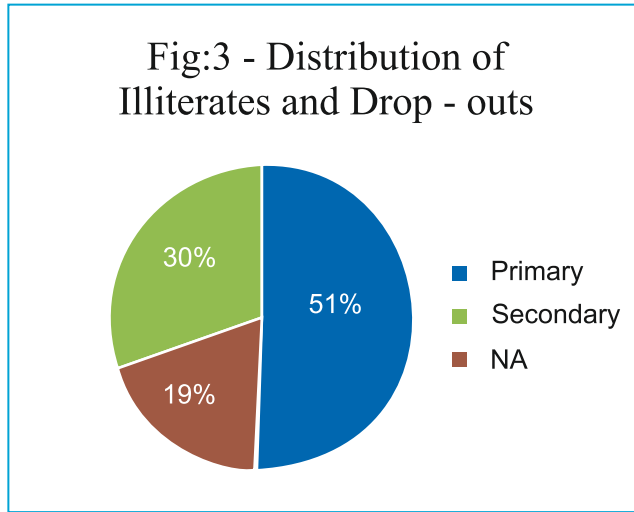
Career Choices of the villagers							
Villages	Handicraft	Higher Study	Nothing	Nursing	Self dependent	Teacher	Grand Total
Bali Purbapara	2		68		54	1	125
Bali - 5			59		19		78
Bali - 6	1		99		41		141
Bali - 7	10		225	1	95	1	332
Bali - 8			165		69		234
Bali - 9			76		43		119
Bijaynagar	34	2	338		107	2	483
Bijaynagar - 3	2		258		52		312
Bijaynagar - 5			80		31		111
Bijaynagar - 6	1		42		21		64
Bijaynagar - 8	17		110		48	2	177
Birajnagar			286		93		379
Satyanarayanpur			191		70		261
Grand Total	67	2	1997	1	743	6	2816

সারণী-১: গ্রামবাসীদের জীবিকা বাছাই

এই সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিজয়নগর ও বিজয়নগর-৮-এর মহিলারা হস্তশিল্পে সবথেকে বেশি আগ্রহী। বালি-পূর্বপাড়া, বালি-৭, বিজয়নগর-৫ ও সত্যনারায়ণপুরের মহিলারা স্বনির্ভর হতে আগ্রহী। আর বিরাজনগর ও বিজয়নগর-৩-এর মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা ও মহিলাদের কাজ করার প্রতি

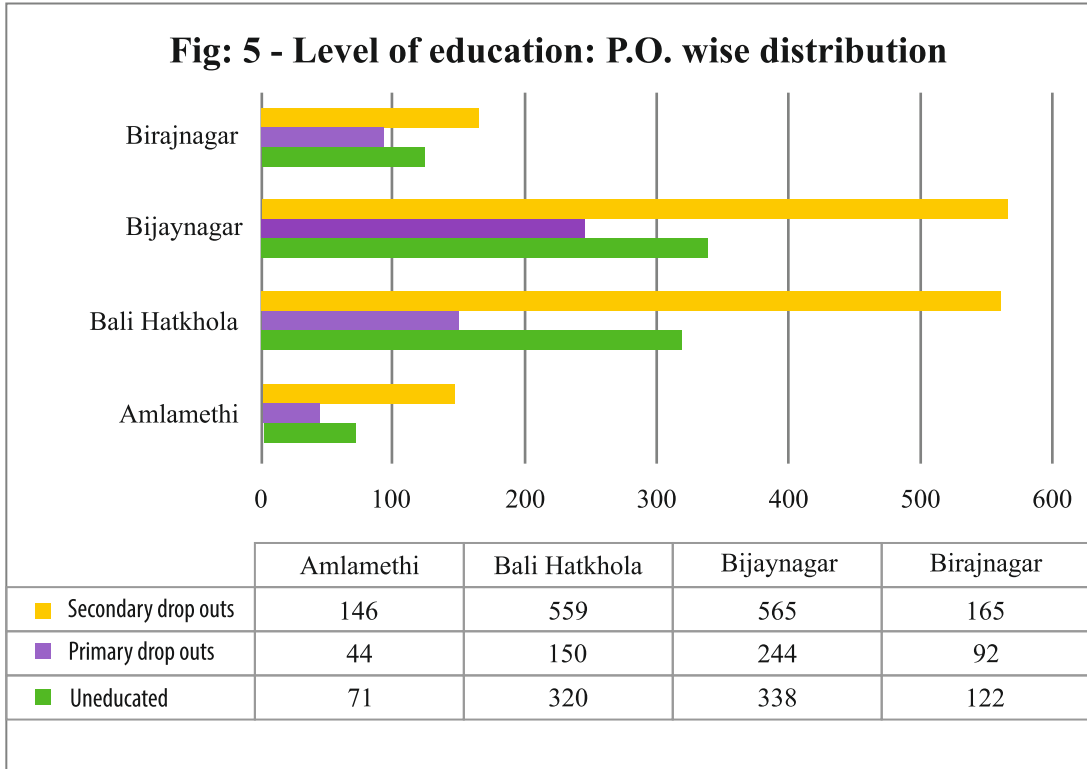
অবহেলার প্রবণতা প্রকট ভাবে উপস্থিত।

স্বল্প পরিমাণ শিক্ষা বা শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব নিয়ে কারুর পক্ষেই স্বনির্ভর হওয়া সম্ভব নয়। হস্তশিল্পে কাজ করার জন্যও মহিলাদের যথেষ্ট শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। সমীক্ষার প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে কর্মহীন মহিলাদের মধ্যে ১৯% নিরক্ষর, ৫১% প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছেন এবং মাত্র ৩০% মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশ করেছেন। এই ৩০%-এর মধ্যে ৭% উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছেন এবং মাত্র ১% কলেজে গিয়েছেন। নীচের নকশা দু'টি থেকে এই অঞ্চলে নিরক্ষরতা, স্কুলছুট এবং শিক্ষার স্তরের বিভাজনের বিষয়টি বোঝা যায়-



বিজয়নগর ও বালিহাটখোলায় মাধ্যমিক স্তরের স্কুলছুটের সংখ্যা সর্বোচ্চ। প্রাথমিক স্তরের স্কুলছুটের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বিরাজনগরে। বিজয়নগরে নিরক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি। নীচের নকশাটিতে এই অঞ্চলের শিক্ষার স্তর ডাকঘর-ভিত্তিক ভাবে দেখা যাচ্ছে-

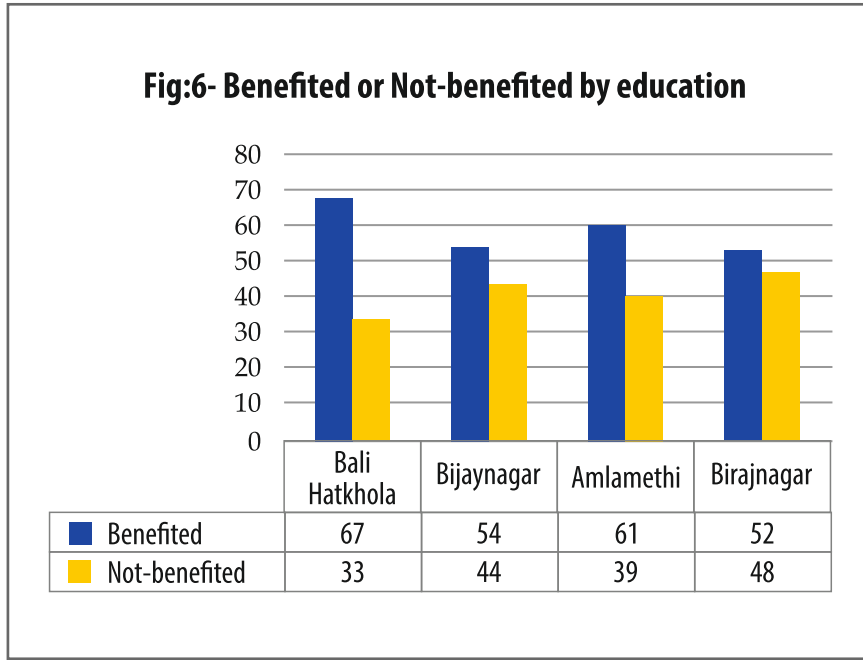
Fig: 5 - Level of education: P.O. wise distribution



স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে নিরক্ষরতার বাস মূলত বালি হাটখোলা ও বিজয়নগরে। বিজয়নগর-৩এ সর্বোচ্চ সংখ্যক নিরক্ষর গ্রামবাসীর বাস। বিরাজনগর ও বিজয়নগরে প্রাথমিক স্তরের স্কুলছোটের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি এবং বালি হাটখোলা ও বিজয়নগরে মাধ্যমিক স্তরের স্কুলছোটের সংখ্যাও যথেষ্ট। এই সমীক্ষার প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে যে অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে চারপাশ সম্পর্কে বোঝাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অত্যন্ত অভাব আছে। আধুনিকতা ও নতুন প্রযুক্তিজাত আলোকায়ন থেকে তাঁরা বহু দূরে বাস করেন। প্রকৃত জ্ঞানের অভাব এবং মাকাতার আমলের সংস্কার,

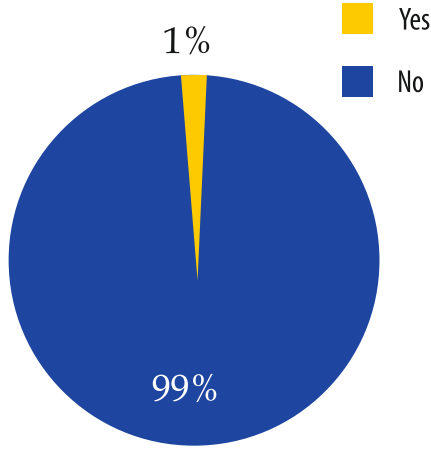
প্রথা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা তাঁদের মন ও জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ৮৩৫ জন নিরক্ষর মহিলা জীবনে কিছুই করতে চান না, এঁদের মধ্যে মাত্র ২০ জন স্বনির্ভর হতে চান। ৫৩০ জন প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলাও এই 'কিছু না-করতে চাওয়া' বর্গের মধ্যে পড়েন। শুধুমাত্র মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যেই একটি বড় অংশ (মোটামুটি ৫৩%) জীবনে কিছু করতে চাওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছেন। ৬৭ জন মহিলা বুনিয়াদী শিক্ষার ধাপ না-পেরিয়ে স্কুলছুট হওয়া সম্পর্কে আফশোস করেছেন। এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই বিজয়নগর-৮ ও বালি পূর্বপাড়ার বাসিন্দা। আর্থিক বা পারিবারিক কারণে অল্প বয়সে স্কুলছুট হওয়ার ফলে এই মহিলাদের জীবন আরও কঠিন হয়ে পড়েছে, কারণ পরবর্তী জীবনে তাঁরা নিম্নমানের শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে শ্রমের বাজারে জায়গা করে নিতে পারেননি। এক্ষেত্রে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে নিম্নমানের শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যাঁরা বেকার তাঁদের কাছে শিক্ষা একটি বিরাট সহায়তা হতে পারে। শিক্ষা সমাজ থেকে কুসংস্কারমূলক বিশ্বাস ও নেতিবাচক সংস্কার দূর করতেও সাহায্য করে, এবং লিঙ্গ, জাতপাত ও সংস্কৃতির কর্তৃত্ব দ্বারা নিপীড়িত মহিলাদের মধ্যে আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করে।

১১৮৮ জন মহিলা জানিয়েছেন যে তাঁরা শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা লাভবান হন না। এঁদের মধ্যে (মোটামুটি) ৭৯% হয় প্রাথমিক স্তরে স্কুলছুট অথবা কখনও স্কুলে যাননি। এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই পড়াশুনো সম্পর্কে উদাসীন এবং মাত্র কয়েকজনই স্কুলে না-যাওয়ার জন্য আফশোস করেছেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলাদের ২৮% (মোটামুটি)-ও শিক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব শুধুমাত্র অন্যদেরকে পড়াশুনো চালিয়ে যেতে নিরুৎসাহিতই করে না, পরোক্ষ ভাবে শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহের সংস্কৃতিকেও উৎসাহ জোগায়। বালি-



৯, বালি-৫, বালি-৮, বিরাজনগর ও বিজয়নগরে এমন শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট যাঁরা তাঁদের শিক্ষার ফলে কোনও ভাবে লাভবান হননি। বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্বের চড়া হার এই যন্ত্রণার প্রধান কারণ। অল্পশিক্ষিত বা সম্পূর্ণ শিক্ষাহীন ব্যক্তির যে কোনও ধরনের অল্প মজুরির, অল্প মর্যাদাসম্পন্ন কাজ বেছে নিতে পারেন। কিন্তু শিক্ষিত মহিলাদের নিজস্ব আত্মমর্যাদাই এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শেষত, তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন যে তাঁরা অল্পশিক্ষিত মহিলাদের সঙ্গে সেই একই বেকারত্বের সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মতে, শিক্ষা তাঁদের জীবিকার উপর প্রায় কোনও প্রভাবই ফেলেনি।

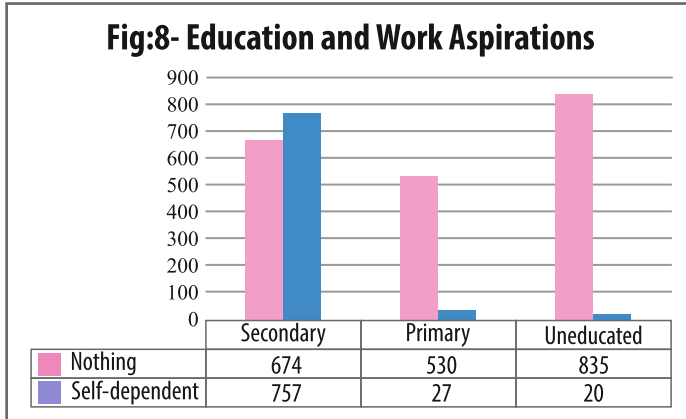
Fig:7- Participants in Cultural Program



২৮১৬ জন মহিলার মধ্যে মাত্র ২১ জন বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সমাজে সাংস্কৃতিক বিভাজন বিপুল, আর তাই এই সমস্ত মহিলাদের সাংস্কৃতিক মানসিকতাতেও এই বিভাজন পরিষ্কৃত। সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ভারতবর্ষের নৈতিকতা ও প্রকৃত সংস্কৃতিকে জানতে হবে, যাতে যে বিষয়গুলি সুন্দরবনকে বিভিন্ন কুসংস্কারমূলক ধারণার আড়ালে ঢেকে রেখেছে, তার সংস্কার করা যায়।

নিরক্ষরতা ও স্কুলছুটের জন্য যে বিষয়গুলি দায়ী

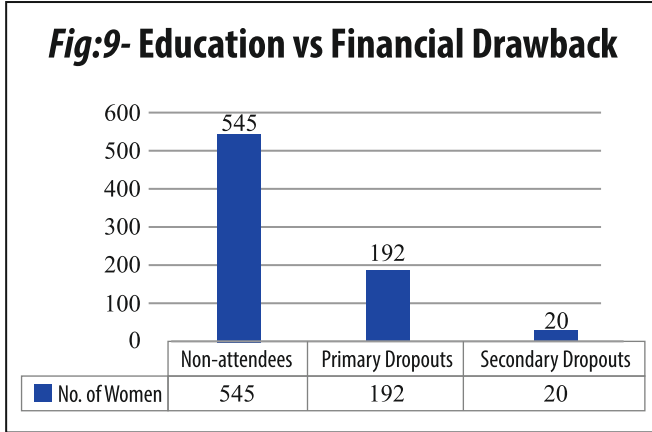
Fig:8- Education and Work Aspirations



নিরক্ষরতা ও স্কুলছুটের পেছনে বিভিন্ন রকমের কারণ থাকতে পারে। কেউ কেউ শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে, স্বেচ্ছায় স্কুল ছাড়তে পারে; আবার অন্য অনেকে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হতে পারে। কারণ যাই হোক না কেন, একটি

শিশু যে তার স্কুল স্তরের শিক্ষা সম্পূর্ণ করছে না এই বিষয়টি শুভ হতে পারে না। অনেক ছাত্র-ছাত্রীরাই আর্থ-সামাজিক কারণে বাধ্যতামূলক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময়েই জাতিকে সহায়তা করতে সক্ষম হয় না বলেই জাতির সম্পদ হয়ে উঠতে পারে না। কোনও কারণই স্কুল স্তরের শিক্ষাকে অপ্ৰয়োজনীয় ভাবার মত যথেষ্ট বড় কারণ হতে পারে না। এই শিক্ষা একজন মানুষকে সমস্ত বিষয়ে দক্ষ করে তুলে তাঁর জীবনের ভিত গড়ে দেয়।

অর্থনৈতিক বাধা

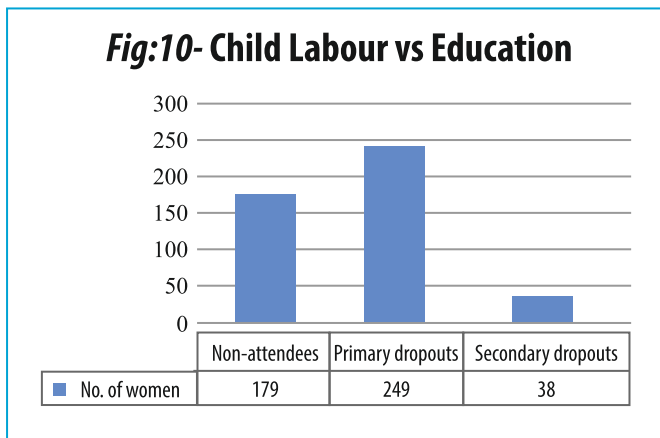


ছাত্রছাত্রীদেরকে যে অর্থনৈতিক কারণে পড়াশুনো ছেড়ে দিতে হয় তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যে পরিবার আর্থিক ভাবে সচ্ছল নয় সেখানে সন্তানের শিক্ষা অগ্রাধিকার পায় না। অনেক ছাত্রছাত্রীকেই বয়ঃসন্ধিকালে স্কুলের পঠনপাঠন ছেড়ে পরিবারের কাজকর্মে সহায়তা করতে বলা হয়। অর্থনৈতিক বাধার কারণে এই

অঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে ৫৪২ জন নিরক্ষর থেকে গেছেন এবং ২১২ জন অল্প বয়সে পড়াশুনো শেষ না-করে স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন। এই ২১২ জন মহিলার মধ্যে ১৯২ জন প্রাথমিক স্তরের স্কুলছুট।

এখানকার জনসংখ্যার ৯৯%-রই বাস দারিদ্র সীমার নীচে। এই পরিবারগুলির মাসিক আয়ের মধ্যগ ৩০০০ ভারতীয় মুদ্রা এবং মাসিক আয়ের গড় ৩১৫০ ভারতীয় মুদ্রা। যাঁরা আর্থিক বাধার কারণে পড়াশুনো ছেড়েছেন তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগেরই বাস বালি-৭, বিজয়নগর ও বিরাজনগর-এ। লজিস্টিক রিগ্রেশন মডেলে নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল রাশি নিরক্ষরতা ও প্রাথমিক স্তরে স্কুলছুটের ক্ষেত্রে ১% তাৎপর্যের স্তরে নাল প্রকল্পকে বাতিল হিসেবে গণ্য করা চলে, কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে স্কুলছুটের ক্ষেত্রে এই ফলাফল গুরুত্বহীন। বাকি যে অংশ অর্থনৈতিক কারণে অশিক্ষিত তাঁদের ‘লগ অড্ রেশিও’ গননা করা হয়েছে, যার তাৎপর্য হল - পরিবার যখন দারিদ্রের সম্মুখীন সেক্ষেত্রে নিরক্ষরতার সম্ভাবনা ০.৭১৯। সুতরাং, শিক্ষাগত পরিস্থিতির বেহাল অবস্থার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল দারিদ্র, কম সংখ্যক স্কুল এবং অগম্যতা।

শিশুশ্রম



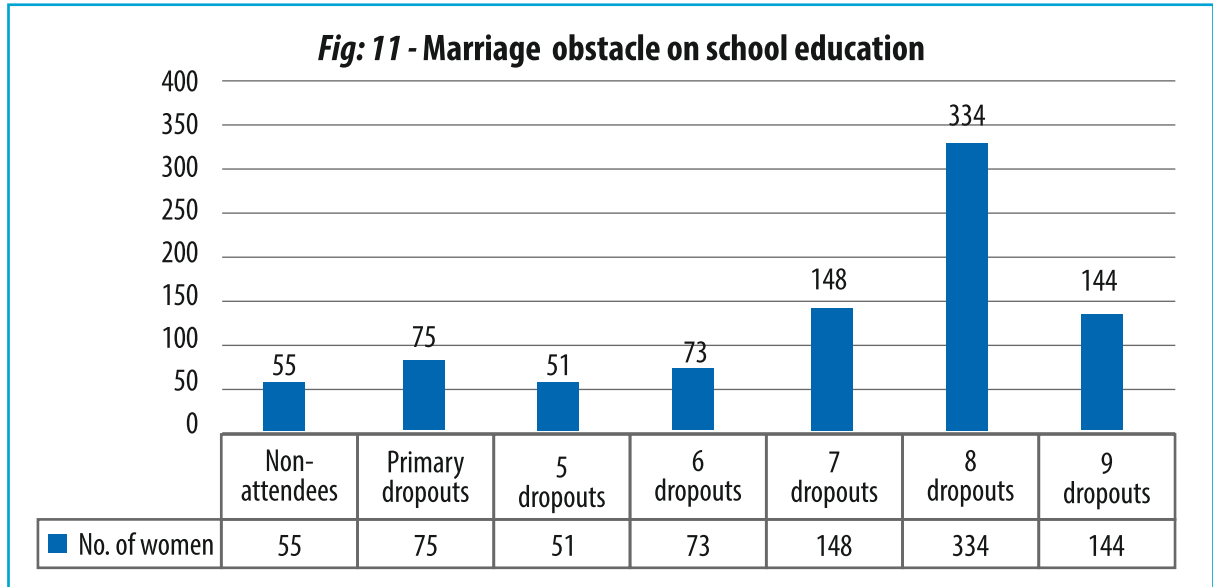
চরম দারিদ্রের সবথেকে প্রত্যাশিত ফলাফল শিশুশ্রম। এই অঞ্চলে মানুষ জীবনযাপন করেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। খাদ্য ও জ্বালানির জন্য মহিলারা গভীর জঙ্গল ও নদীতীরে যান। তাঁরা আশা করেন যে তাঁদের সন্তানরা যত দ্রুত সম্ভব এই কাজে তাঁদের সহায়ক এবং পরিবারের আর্থিক

সাহায্যকারী হয়ে উঠবে। সন্তানদের আবেগকে প্রভাবিত করে, তাদেরকে পঠনপাঠন ছেড়ে দিয়ে পরিবারের আর্থিক সঙ্কটের প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য করা হয়। এই পরিস্থিতিতে নিরক্ষরতা বা স্কুলছুট স্বাভাবিক ঘটনা। এই অঞ্চলের ১৭৯ জন মহিলা বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত কারণ তাঁদেরকে অত্যন্ত অল্প বয়সে কাজে যোগ দিতে হয়। ২৪৯ জন প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ৩৮ জন মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলাকেও স্কুল ছেড়ে শিশু শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয়। এঁদের মধ্যে বেশির ভাগেরই বাস বিজয়নগর ও বালি-৭-এ। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক স্তরের ঠিক পরেই স্কুল ছেড়ে দেয়, কারণ এই সময়েই তাদের ১০-১১ বছর বয়স হয়, যা শিশুশ্রমে হাতেখড়ির সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে স্বাক্ষরতার সামান্য হার এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে স্কুলছুটের চড়া হারের অন্যতম প্রধান কারণ শিশুশ্রম, যার তাৎপর্যের স্তর ১%। প্রাথমিক স্তরে স্কুলছুট হয়ে শ্রমিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার লগ অড্ রেশিও (Log odd Ratio) ০.৫৯৮।

বাল্যবিবাহ

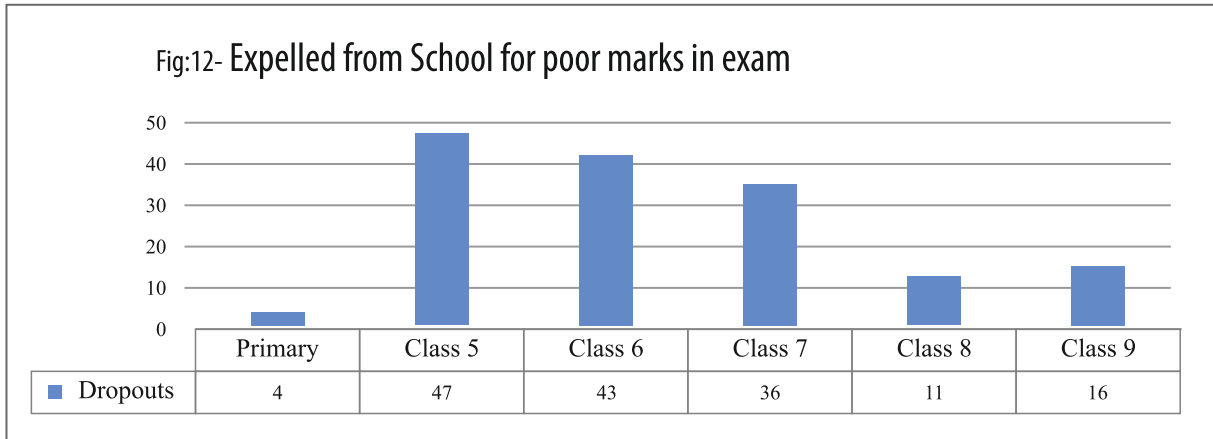
মহিলারাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই সামাজিক রীতিটির শিকার হন। বাল্যবিবাহের কারণ বহুবিধ এবং এই প্রথা দূর করার পথে বাধাও প্রচুর। দারিদ্র, আইন প্রয়োগের দুর্বলতা ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট কারণ। মানুষজন এই প্রথাকে পরিবারের আয়তন কমানোর ও দারিদ্র দূর করার উপায় হিসেবে দেখেন। উপরন্তু, কন্যা সন্তানের শিক্ষায় অর্থব্যয় করলে তার বাবা-মায়ের পরিবারের কোনও লাভ হয় না, 'তাই মেয়েকে পড়াশুনো করানো' অর্থের সম্পূর্ণ অপচয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এখানে মেয়েদের জন্মই হয় গৃহকর্ম সামলানো ও পরিবারের

অন্যান্য সদস্যদের সেবা করার জন্য। সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মধ্যম শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। কিন্তু সমীক্ষায় এ-ও দেখা যাচ্ছে যে ৫৫ জন মহিলা কখনও স্কুলে যাননি কারণ তাঁদের বিয়ে হয়েছে বালিকা বয়সে। এই বর্ণবিভাজনে ৯৮৪ জন মহিলা যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় স্কুলছুট হন। দেখা যাচ্ছে যে মেয়েদের পড়াশুনো শেষ করে বিয়ে দেওয়ার প্রামাণ্য মাপকাঠি অষ্টম শ্রেণি। ৩৩৪ জন মহিলা শুধুমাত্র বিয়ের জন্য অষ্টম শ্রেণিতে স্কুলছুট হন। এই বিষয়ে পরিসংখ্যানগত সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে স্কুলছুটের হার যে বিয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় তা এই তিনটি ক্ষেত্রেই ৯৯% পয়েন্ট ইন্টারভ্যালে সত্যি। অল্প বয়সে বিবাহের জন্য অষ্টম শ্রেণিতে স্কুলছুট হওয়ার লগ অড্ রেশিও (Log odd Ratio) ০.৩৭৯।



খারাপ ফলাফল

সংবিধানের ৮৬তম সংশোধনী অনুযায়ী এই ব্যবস্থা এখন আইনে পরিণত হয়েছে যে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সমস্ত শিশুর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার আছে এবং সরকারি স্কুলগুলিকে শিক্ষা পেতে ইচ্ছুক সমস্ত শিশুকে জায়গা দিতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে কোনও ছাত্রছাত্রীকেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়ার আগে পরীক্ষায় অকৃতকার্য বা স্কুল থেকে বহিষ্কার করা চলবে না। কিন্তু এই



সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে স্কুলের পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম নম্বরের থেকে কম পাওয়ার জন্য ১৬৮ জন ছাত্রী স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার হার সবথেকে বেশি পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে, অর্থাৎ যা ছাত্রছাত্রীদের শিশুশ্রমে হাতেখড়ির সবচেয়ে উপযোগী বয়স। এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে স্কুলছুট হওয়ার জন্য এই বিষয়টির গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি। দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলিতে যেখানে কন্যা সন্তানের শিক্ষাকে সবসময়েই কম গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হয় সেখানে কেউ একবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তাঁকে আবার শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য স্কুলে ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব।

দূরত্ব

অষ্টম ও নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর খুব বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। নতুন সংশোধিত নীতি অনুযায়ী, পার্বত্য ও দুর্গম অঞ্চলের ক্ষেত্রে ১০০ জন মানুষ বসবাস করেন এবং ১ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে স্কুল পরিষেবা নেই এমন সমস্ত অঞ্চলে প্রাথমিক স্কুল খুলতে হবে। কিন্তু এই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে বাড়ি থেকে স্কুলের অত্যধিক দূরত্বের কারণে ১৭ জন স্কুলছুট হন। ১৫১ জন ছাত্রীকে ২-৪ কিলোমিটার হেঁটে স্কুলে পৌঁছতে হয়। এই সমস্ত স্কুলছাত্রীদের সাইকেল নেই বা অন্য কোনও পরিবহনের সুবিধা তারা পায় না। অনেককেই ২-৩ কিলোমিটার হেঁটে স্কুলে পৌঁছতে হয়। একটা বয়সের পর এই দূরত্ব পঠনপাঠন চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড়সড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বেশির ভাগ বাবা-মা-ই এতদূর পথ অতিক্রম করে তাঁদের মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চান না। তাই তাঁরা মেয়েদের গৃহকর্মে পটু হয়ে ওঠার শিক্ষা দিতে থাকেন, যা বিয়ের জন্য অপরিহার্য।

পারিবারিক বাধা

মেয়েদের স্কুলছুট হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল পারিবারিক বাধা। সমাজের দরিদ্রতর অংশ থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধের অভাব থাকে। অর্থনৈতিক সচ্ছলতার অভাব, আর্থিক বাধা ও কাজের সুযোগের অভাবের ফলে তাদের বাবা-মায়েরা শিক্ষা বিষয়টিকে অপ্রয়োজনীয় এবং প্রায়শই বিলাসিতা হিসেবে গণ্য করেন। যে বাবা-মায়েরা নিজেরাই স্কুলছুট তাঁরা কখনওই শিক্ষার গুরুত্ব বুঝে উঠতে পারেন না। যে সমস্ত পরিবারে বাবা বা মায়ের মধ্যে

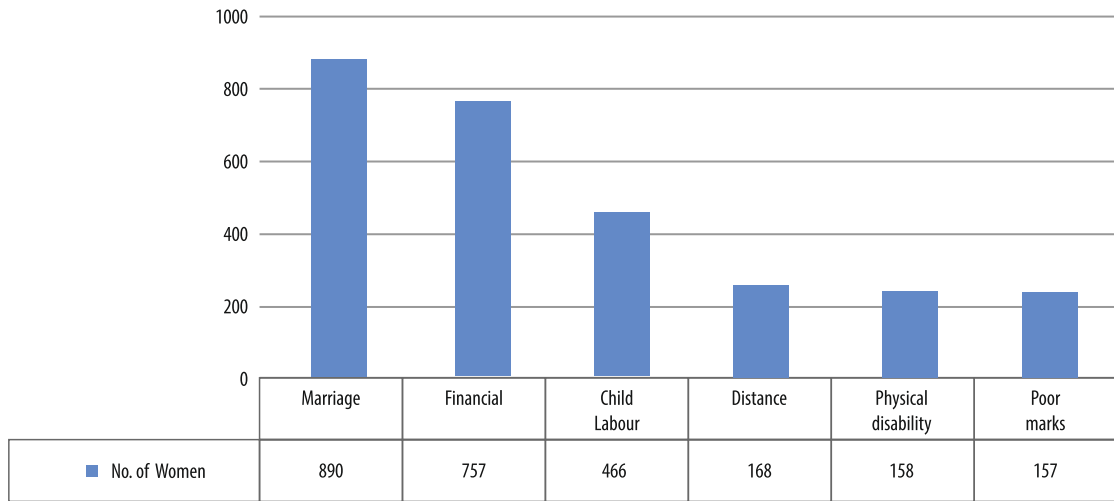
কোনও একজন বর্তমান সেখানে সন্তানদের শিক্ষা চালিয়ে যাওয়া আরও কঠিন হয়ে ওঠে। তার ফলে এই সন্তানরা শিশু শ্রমিক বাহিনীতে বা গৃহকর্মে ঢুকে পড়ে। কন্যা-সন্তানদের প্রতি পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার অভাবই তাদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে ও গর্ভবতী হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়। এই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে ২৯ জন মহিলা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের দ্বারা স্কুলশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা পেয়েছেন।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা

বালি দ্বীপে শারীরিক ভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য অর্থনৈতিক এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার কোনও সুবিধা নেই। এই অঞ্চলে এই ধরনের মানুষদের জন্য কোনও বিশেষ স্কুল ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক কিংবা সঠিক খাদ্য ও আবাসের ব্যবস্থা নেই। এখানে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। এই দ্বীপের কয়েকটি অঞ্চলে, যেমন বালি-৭, বালি-৬ ও বিজয়নগর-৩-এ এই ধরনের মানুষদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। যাঁদের এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে তাঁরা যে শুধু সামাজিক অবস্থার শিকার তা-ই নয়, তাঁদের পরিবারকেও অতিরিক্ত আর্থিক সঙ্কটের বোঝা বহন করতে হয়, আর পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্যদের দেখাশোনা করার জন্য অনেক সময়েই সেই পরিবারের মেয়েদের পড়াশুনো ছেড়ে দিতে হয়। এই সমস্ত মানুষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পরিষেবা প্রদান করার মত পরিকাঠামো এই গ্রামগুলিতে নেই। বর্তমানে এই অঞ্চলে ১৫৮ জন ভিন্নভাবে অক্ষম মানুষ বসবাস করেন এবং তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য পড়াশুনো ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ২১ জন শিক্ষা খাতে ভর্তুকি পেতে চান।

নীচের নকশাটিতে শিক্ষায় এই সমস্ত বিষয়ের সামগ্রিক অভিঘাত কীরকম তা দেখা যাচ্ছে -

Fig:13 - Major factors responsible for illiteracy and school dropouts



এই নকশাটি থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, অল্প বয়সে বিয়ে এবং তার সঙ্গে আর্থিক সমস্যা ও শিশুশ্রম কন্যা-সন্তানের শিক্ষার পথে বিরাট বাধা। বিয়ে, আর্থিক সমস্যা ও শিশুশ্রমের কারণে স্কুলছুট হওয়ার সম্ভাব্যতার হার যথাক্রমে ০.৩৪৩, ০.২৯২ ও ০.১৭৯। এক্ষেত্রে শুধু দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি দিয়ে সমাজকে সহায়তা করা যাবে না, এই গ্রামগুলির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রসার ও সচেতনতা প্রসার কর্মসূচিও সমান ভাবে প্রয়োজন।

সারণী ২: স্কুলছোটের জন্য দায়ী বিভিন্ন বিষয়: ডাকঘর-ভিত্তিক বিভাজন-

P. O.	Marriage	Financial	Child Labour	Poor Grade	Look after family	Nobody asked	Physically Challenged
Bijaynagar	291	31	52	32	3	1	6
Amlamethi	121	0	41	17	0	1	0
Bali Hatkhola	376	59	76	57	3	0	8
Birajnagar	101	17	56	45	1	2	6
Total	1180	138	217	183	10	5	20

সারণী ৩: স্বাক্ষরতার স্বল্প হারের জন্য দায়ী বিভিন্ন বিষয়: ডাকঘর- ভিত্তিক বিভাজন

P. O.	Financial	Child Labour	Marriage	Look after family	Nobody asked	Physically Challenged
Bijaynagar	173	83	37	1	4	1
Birajnagar	89	39	2	0	3	0
Amlamethi	42	19	0	0	0	1
Bali Hatkhola	164	58	3	0	4	4
Total	502	222	48	4	11	6

এই এলাকা-ভিত্তিক সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী এখানকার ৯৯% বাসিন্দারই টিকে থাকার জন্য কাজের প্রয়োজন। দারিদ্র ও নিরক্ষরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হল প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে স্বাক্ষরতার প্রসার সহ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। এই সমাজের মানসিকতার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষা ও অন্যান্য সচেতনতা প্রসার কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কদের অবরুদ্ধ মনের মুক্তি ঘটানোর চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে স্বাক্ষরতার মধ্যে। পরিবারের মহিলা সদস্যদের শিক্ষিত করা হলে তা শুধু শিশুদের শিক্ষার পক্ষেই নয়, সামগ্রিক ভাবে সমাজের পক্ষেই লাভজনক হয়।

দারিদ্রের পরিণাম অল্প বয়সে বিয়ে ও গর্ভধারণ -

সমীক্ষায় বালি দ্বীপে বসবাসকারী এমন ১১০ জন কিশোরীকে (বয়স ১৮ বছরের নীচে) চিহ্নিত করা গেছে যারা বাল্যবিবাহের শিকার। মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় কারণ বাবা-মায়ের সংসারে তাদেরকে বোঝা হিসেবে গণ্য করা হয়। কন্যা-সন্তানের খাতে খরচ কমানোর জন্য বাবা-মায়েরা প্রায়শই অল্প বয়সে তাদের বিয়ে দিয়ে দেন।

বাল্যবিবাহ নিবর্তন আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগে মেয়েদের ও ২১ বছর বয়স হওয়ার আগে ছেলেদের বিয়ে নিষিদ্ধ। কোনও নাবালিকাকে বিবাহ করার জন্য একজন পুরুষের দু'বছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানা হতে পারে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে মেয়েরা নিজেরাই অনেক সময় অল্প বয়সে বিয়ে করার পথ বেছে নেয়, কারণ এর ফলে তাদের জীবনে আর্থিক নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা আসে। যে মেয়েটি শিশু শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছে এবং দারিদ্রের জ্বালায় ভুগেছে, তার

ক্ষেত্রে খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা অল্প বয়সে বিয়ে করার বড় কারণ হয়ে ওঠে। এই মেয়েরা অনেক সময়েই অর্থের বিনিময়ে অনেক বেশি বয়স্ক বা শারীরিক প্রতিবন্ধী কোনও ব্যক্তিকে বিয়ে করে। সাময়িক ভাবে হয়তো একটি পরিবারকে কাছে পেয়ে তারা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করে, কিন্তু অল্প বয়সে বিয়ের পরিণাম দাঁড়ায় অল্প বয়সে গর্ভধারণ এবং তখন এই মেয়েরা আবার সেই দারিদ্রের আবর্তের মধ্যে পড়ে যায়। অল্প বয়সে গর্ভধারণের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অপুষ্টিতে-ভোগা শিশুরও জন্ম হয়, আর তা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে এই অঞ্চলে ২০ বছরের কম বয়সী ১৮১ জন অল্পবয়সী মা আছেন এবং এঁদের মধ্যে ৮৯ জন মায়ের বয়স ১৯-এর নীচে।

পরিবারের মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে এবং গর্ভধারণ আটকানোর জন্য পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদেরকে শিক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন। যে অল্পবয়সী মায়েরা কম বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে পড়াশুনো ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদেরকে শিক্ষিত করাও এক্ষেত্রে সহায়ক হবে। শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য কী ভালো এবং কী ভালো নয় সে বিষয়ে মায়েরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সচেতন নন। এই মায়েরকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে আহা, শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার নিরিখে সুস্থ পরিবার গড়ে তোলা যেতে পারে।

এই সমস্ত মহিলাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে এবং তাঁরা সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথার অধীনে বাস করেন। তাই কিছু সক্ষমতা বিকাশের কর্মসূচি তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক হতে পারে। সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আরেকটি প্রয়োজনীয় বিষয় হল বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষা।

সারণী ৪ : মহিলাদের বয়সগত বিভাগ এবং তাঁদের প্রাপ্ত শিক্ষার স্তর

Age Group Classifications	Uneducated	Primarily educated	Secondarily educated	Total
15-24(Young Adults)	34	88	500	622
25-59(Adults)	728	427	915	2070
60-80(Senior Citizens)	93	15	16	124
Total	855	530	1431	2816

উপরের সারণীটি থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে স্বাক্ষরতা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টতই উঠে আসছে। ৭২৮ জন (৩৫.১৬%) প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা অশিক্ষিত বর্গের মধ্যে পড়ছেন। শিক্ষা ও দক্ষতা ছাড়া ভালো কোনও প্রতিষ্ঠানে কাজ পাওয়া কঠিন। তাছাড়া ন্যূনতম মজুরি ও শ্রম আইন সম্পর্কে অজ্ঞ অশিক্ষিত ব্যক্তির অতি সহজেই সমাজের উচ্চ শ্রেণির বঞ্চনার শিকার হতে পারেন। তাঁদেরকে অল্প মজুরি দিয়ে বেশি খাটিয়ে নেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট জীবনে তাঁদের দারিদ্র আর ঘুচবে না। তাঁদের সন্তানরা অপুষ্টিতে ভুগবে, শিশু শ্রমিকে পরিণত হবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ জীবন হয়ে দাঁড়ায় তাদের বাবা-মায়েদের জীবনের অনুরূপ। এই সমস্ত মানুষজনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। উন্নত মানের শিক্ষা পেলে ভালো আয় করা এবং উন্নত মানের জীবনযাপন করা সম্ভব, এবং এইরকম শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজে ইতিবাচক আচরণের দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারেন। তাছাড়া স্বনির্ভর উদ্যোগেরও প্রয়োজন আছে, এই ধরনের উদ্যোগের ফলে মহিলাদের পক্ষে বাড়িতে থেকেই উপার্জন করা সম্ভব। হস্তশিল্প ও সেলাইয়ের কাজ করার জন্য তাঁদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাছাড়া এই মহিলাদেরকে বিনা প্রযুক্তিতে জ্যাম ও আচারের মত খাদ্য সামগ্রী উৎপাদনের প্রশিক্ষণ

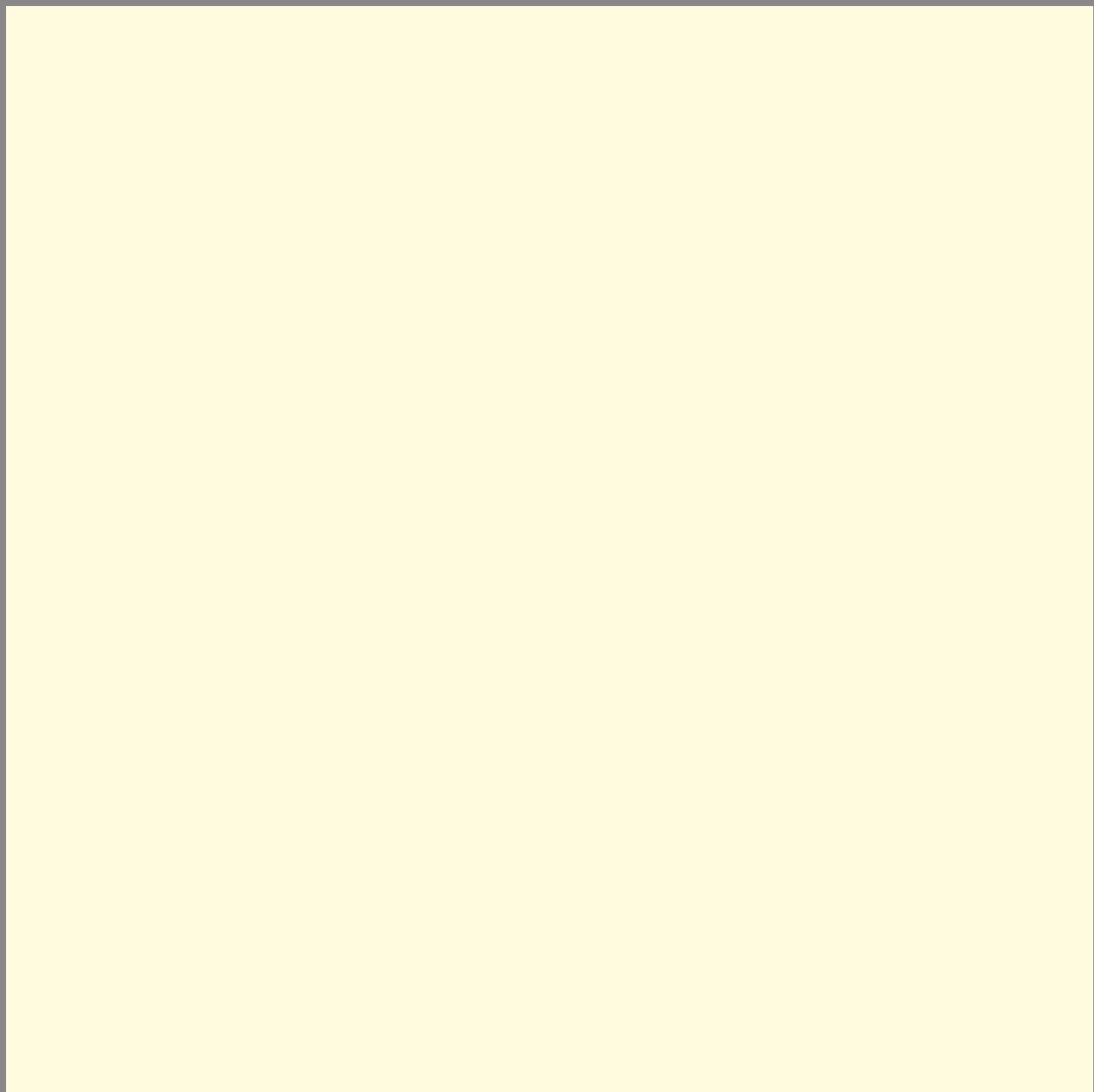
দেওয়া হলে তাঁরা বাড়িতে বসেই কিছু উপার্জন করতে পারবেন। এর পাশাপাশি তাঁদেরকে যদি ধুপকাঠি, সাবান, মোমবাতি ইত্যাদি বানানোর এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তাহলে তাঁরা নিজেদের জন্য আয় করতে এবং পরিবারের আয়ের ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম হবেন।

দারিদ্র সহ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা একটি অভিশাপ এবং প্রতিবন্ধী মানুষজন সমাজের কাছ থেকে ঘৃণাই পেয়ে থাকেন। এই অঞ্চলের আরেকটি প্রয়োজনীয়তা হল, এই সমস্ত বিবিধ ভাবে অক্ষম পুরুষ ও মহিলাদের জন্য উন্নত মানের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা। এই সমস্ত ব্যক্তিদের জীবনের মানোন্নয়নের জন্য নীচের পদক্ষেপগুলি নেওয়া প্রয়োজন -

- ক) বিভিন্ন ভাবে অক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- খ) ব্রেইল পদ্ধতির সাহায্যে দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ গড়ে তুলতে হবে।
- গ) ভিন্ন ভাবে অক্ষম সন্তানদের স্কুলে যেতে উৎসাহিত করার দায়িত্ব বাবা-মায়াদের নিতে হবে।
- ঘ) দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ভিন্ন ভাবে অক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে।
- ঙ) এইরকম ছাত্র-ছাত্রীদের ঋণের সুবিধা দিতে হবে - বিশেষত সরকার তাদের জন্য যে সমস্ত ছাড়ের ব্যবস্থা করেছে সেগুলি তারা যাতে পায় তা দেখতে হবে। এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অল্প সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে রাজি করাতে হবে।
- চ) বয়স্কা মহিলাদের জন্য মহিলা শিক্ষা ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করতে হবে।
- ছ) কিশোরী এবং বয়স্কা মহিলারা যে সব সাংস্কৃতিক উদ্যোগ এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত

আছেন, সেই সব উদ্যোগ এবং প্রতিষ্ঠান সমূহকে সহায়তা করতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে দেশের অন্যান্য অংশে যে প্রগতি ও উন্নয়নের যজ্ঞ শুরু হয়েছে এবং সুচারু ভাবে চলছে তাতে অংশগ্রহণ করতে স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও বালি দ্বীপ অক্ষম। বালিতে এমন অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা শিক্ষিত হতে চায় এবং যারা উচ্চশিক্ষা পাওয়ার যোগ্য, কিন্তু তাদের ইচ্ছার পথে বাধা দারিদ্র ও সংস্থানের অভাব। এখানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্র অবহেলিত, আর পরিবহন ক্ষেত্রের পরিস্থিতি ক্রমশঃ আরও খারাপ হচ্ছে। তবে বালি দ্বীপের বাসিন্দারা কিন্তু এখনও তাঁদের এগিয়ে চলার ও প্রগতির স্বপ্নকে পরিত্যাগ করেননি।



Acknowledgement

We acknowledge Mr. Atul Pandey, I.R.S. Deputy Commissioner, Income Tax Department, Kolkata, for his enormous support for the project. We also thank Smt. Juthika Gharami Biswas, Mr. Piyush Gharami and Mr. Anil Mistry for their help with the project.

KRISHNA TRUST

HB - 232, First Floor, Sector - III, Salt Lake
Kolkata - 700 106, Phone +91-33-23371801